সংবাদ

তারিখ ... 4 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

## এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি

# শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকের ক্ষোভ পরিবর্তন দাবি

রাশেদ মেহেদী ॥ আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকরা। তারা অবিলম্বে এ সময়সূচি পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। আলাপকালে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের বিরতিহীন সময়সূচির কারণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আগামী ২৯শে মে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। ২৯শে জুন পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। মাসব্যাপী পরীক্ষা চললেও বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কোন বিরতি রাখা হয়নি। যেমন বিজ্ঞান বিভাগের পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান; বাণিজ্য বিভাগের বাণিজ্যনীতি, ব্যবসানীতি ও প্রয়োগ; কলা বিভাগের অর্থনীতি প্রভৃতি বড় সিলেবাস সমৃদ্ধ বিষয়ের ১ম ও ২য় পত্রের পরীক্ষার মধ্যে কোন বিরতি রাখা হয়নি। এছাড়া বাংলা আবশ্যিক, কৃষিবিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভূগোল, অর্থায়ন, উৎপাদন ও বিপণন, সমাজকল্যাণ, ইসলাম শিক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষার ১ম ও ২য় পত্রের পরীক্ষার মধ্যেও কোন বিরতি রাখা হয়নি। সময়সূচিতে দেখা যায়, মূলত শুক্রবার ছাড়া কোন বিরতি রাখা হয়নি। গত বছরগুলোতে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সিলেবাস সমৃদ্ধ পরীক্ষার মধ্যে বিরতি রাখা হত। এ বছর সময়সূচিতে এ সমন্বয় করা হয়নি। ফলে লাগাতার পরীক্ষার কারণে পরীক্ষার আগের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়া

ক্ষোভ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

## ক্ষোভ ঃ শিক্ষার্থী

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

পরীক্ষার্থীদের জন্য দুঃসহ হয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারে আলাপকালে মিরপুর বাংলা কলেজের পরীক্ষার্থী সোহেল আহমেদ জানায়, বাণিজ্য বিভাগের বাণিজ্যনীতি বিষয়ের দু'টি পত্রের সিলেবাস বিস্তৃত-ব্যাপক। এজন্য এমনিতেই প্রি-টেস্ট, টেস্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এ দু'টি পত্রের মধ্যে ন্যূনতম একদিন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দু'দিন বিরতি দেয়া হয়। অথচ চূড়ান্ত পরীক্ষায় কোন বিরতি নেই। এর ফলে তার মতো শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মিরপুর এলাকার একজন অভিভাবক নুর মোহাম্মদ মিয়াজী। তিনি বলেন, আমাদের সময় থেকে শুরু করে গত বছর পর্যন্তও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে ন্যূনতম একদিন বিরতি দেয়ার প্রথা ছিল। অথচ এবার বিরতিহীন সময়সূচি কিভাবে বোর্ডগুলো প্রস্তুত করলো তা ভাবতে অবাক হতে হয়। তার ২ ভাই-বোন এ বছর বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দেবে। সময়সূচির কারণে দু'জনের পরীক্ষা নিয়েই তিনি ভীষণ চিন্তিত বলে জানান।

এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে 'সংবাদ' এ চিঠি পাঠিয়েছে বিএএফ শাহীন কলেজ, শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বিক্রম কলেজ ও শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এই ছাত্রছাত্রীরা সবাই বিজ্ঞান বিভাগের। এ বিভাগের পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জীববিজ্ঞান বিষয়ের ১ম ও ২য় পত্রের পরীক্ষার মধ্যে কোন বিরতি না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা উল্লেখ করে। চিঠিতে তারা সময়সূচি প্রস্তুতকারীদের এসব বিষয়ের সিলেবাস ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যও অনুরোধ জানায়। একই সাথে তারা প্রয়োজনীয় বিরতি রেখে সময়সূচি পরিবর্তনের দাবি জানায়। বিএএফ শাহীন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক এ ব্যাপারে বলেন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের সিলেবাস বর্তমানে খুবই বিস্তৃত। এই সিলেবাস পরীক্ষার আগে পুনর্পাঠের (রিভিশন) জন্য কমপক্ষে ২ দিন সময় প্রয়োজন। এর আগের বছরগুলোতে ন্যূনতম ১ দিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত বিরতি রাখা হয়েছে। এ বছর বিরতি না রাখার বিষয়টি অবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে। এখনও সময় আছে বিরতি রেখে সময়সূচি পরিবর্তন প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে আলাপকালে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ জুনায়েদ বলেন, এত বড় একটি পাবলিক পরীক্ষায় সবাইকে সমান সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়। গত বছর ছাত্রছাত্রীদের আপত্তির কথা বিবেচনায় রেখে এ বছর আরও যৌক্তিকভাবে সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে, এর ফলে সবাই উপকৃত হবে। তবে তিনটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ দিয়ে সময়সূচি তৈরি করা সম্ভব নয়। কেউ একটু কম সুযোগ পেলে তা মেনে নিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় সময়সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়।